সকল ধর্মের মর্মকথা
সবার ঊর্ধ্বে মানবতা
মানবজাতি হোক এক পরিবার

হেযবুত তওহীদ বাংলাদেশের একটি অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন। এ আন্দোলনটি যিনি প্রতিষ্ঠা করেন মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী, তিনি অত্যন্ত অভিজাত একটি পরিবারের সন্তান। সুলতানি যুগে তাঁর পূর্বপুরুষরা বৃহত্তর বঙ্গের স্বাধীন সুলতান ছিলেন, মুঘল যুগে ছিলেন আতিয়া পরগনার সুবেদার আর ব্রিটিশ যুগে ছিলেন করটিয়ার জমিদার। বাংলাদেশের মুসলিম নব-জাগরণ, রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে তাঁর পূর্ব-পুরুষদের ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে, মানবতার কল্যাণে দেশপ্রেম ও ঈমানি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৯৫ সালে এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ এই কাজে ব্যয় করে যান। এ আন্দোলনের সদস্যরাও নিজেদের কষ্টার্জিত অথ দিয়ে আন্দোলনের ব্যয়ভার বহন করেন। যারা আন্দোলনের সদস্য নয়, তাদের থেকে কোনো দান বা অনুদান গ্রহণ করা হয় না- এটা আমাদের নীতি।

হেযবুত তওহীদের মূল বক্তব্য হচ্ছে- সমগ্র মানবজাতি প্রকৃতপক্ষে এক পরিবার, এক বাবা-মা আদম হাওয়ার সন্তান। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ভাষ্যমতেও মানবজাতি এক পিতামাতা থেকে আগত। যেমন: সনাতন ধর্মগ্রন্থে এই আদি পিতামাতাকে বলা হয়েছে মনু ও শতরূপা, বাইবেলে বলা হয়েছে অ্যাডাম ও ইভ, ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে আদম ও হাওয়া। এই এক জোড়া দম্পতি, একটি পরিবার থেকেই পুরো মানবজাতির সৃষ্টি। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে আমরা সবাই আদিতে গিয়ে এক। সৃষ্টিগত ও প্রকৃতিগতভাবে আমাদের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। তেমনি সব ধর্মমতেও আমাদের স্রষ্টা একজন যদিও তাকে আমরা একেক ধর্মে একে নামে আহ্বান করি। কেউ বলে আল্লাহ, কেউ ঈশ্বর, কেউ ভগবান, কেউ গড, কেউ জিহোভা, কেউ এলি। আমাদের মধ্যে সাদা-কালো, লম্বা-খাটো, আরবীয়, চীনা, বাঙালি, ভারতীয় ইত্যাদি নানা জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত পার্থক্য থাকতে

গত ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাজধানীর কারওয়ানবাজারে হোটেল ৭১ কনফারেন্স হলে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় সংগঠকদের নিয়ে "সকল ধর্মের মর্মকথা, সবার উর্ধ্বে মানবতা" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করে হেযবুত তওহীদের এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্মল রোজারিও, সভাপতি, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ; এডভোকেট রানা দাশ গুপ্ত, প্রসিকিউটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ; মনীন্দ্র কুমার নাথ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ; অধ্যাপক ড. ফাজরিন হুদা, পরিচালক, সেন্টার ফর ইন্টার রিলিজিয়াস অ্যান্ড ইন্টার কালচারাল ডায়লগ; মমতাজ লতিফ, লেখক ও কলামিস্ট; মিস্টার থিওফিল রোজারিও, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন; ডা. মামুন আল মাহতাব, সাধারণ সম্পাদক, সম্প্রীতি বাংলাদেশ; রফিকুর রশিদ, কথা সাহিত্যিক; কবির চৌধুরী তন্ময়, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ অনলাইন এক্টিভিস্ট ফোরাম প্রমুখ।

পারে। কিন্তু এগুলো আমাদের মূল পরিচয় নয়। মূল পরিচয় আমরা সবাই মানুষ, আমরা এক জাতি, একই স্রষ্টার সৃষ্টি, একই পিতামাতা আদম হাওয়ার সন্তান। মানবজাতির মধ্যে এই চেতনার সঞ্চার করতে, তাদের অর্ন্তনিহিত পরিচয়কে উদ্ভাসিত করতে এবং তাদের মধ্যে ঐক্য চেতনা সৃষ্টি করার প্রয়াস নিয়েই কাজ করে যাচ্ছে অরাজনৈতিক আন্দোলন হেযবুত তওহীদ।

শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টিই নয়, যাবতীয় উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় গোড়ামি, ফতোয়াবাজি, অপরাজনীতি, নারীবিদ্বেষ, ধর্মব্যবসা ইত্যাদির বিরুদ্ধে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরতে গত তিন দশক ধরে মাঠে ময়দানে হেযবুত তওহীদের নিবেদিত প্রাণ, নির্ভীক সদস্য-সদস্যারা কাজ করছে। শান্তিপূর্ণভাবে সকল আইন মেনে সভা, সেমিনার, র‍্যালি, পথসভা, গোলটেবিল বৈঠক, বই ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আমরা আমাদের আদর্শ প্রচার করছি। বাংলাদেশে বসবাসরত সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে আমরা 'সকল ধর্মের মর্মকথা সবার উর্ধ্বে মানবতা'- এই বিষয়ে বহু সর্বধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এসব অনুষ্ঠানে মুসলমানরা ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের অনুসারী, ধর্মগুরু ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। আমাদের বক্তব্যকে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তারা সহযোগিতাও

করেছেন। এসব অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বারবার আমাদেরকে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, একটি ইসলামিক সংগঠন ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করবে। কিন্তু আপনারা অন্য ধর্মের মানুষদের নিয়ে অনুষ্ঠান করছেন কেন?

এর জবাব দিচ্ছি। দীর্ঘদিন থেকে আমাদের দেশের একটি কট্টরপন্থী-সাম্প্রাদায়িক গোষ্ঠী ধর্মীয় সমাবেশে উস্কানিমূলক, উগ্রবাদী, অযৌক্তিক, বিজ্ঞানবিরোধী, নারীবিদ্বেষী ফতোয়া ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিকারী বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য এ দেশকে একটি অকার্যকর মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্যে বারবার সংখ্যালঘু শ্রেণির উপর নৃশংস হামলা চালানো হয়েছে, অনর্থক ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, সঙ্গীতালয়, সরকারি অফিস, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, পিটিয়ে পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। সুযোগ পেলেই ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীটি ভিন্নমতের মানুষকে কাফের, মুরতাদ, মালাউন, ভারতের দালাল, ইসরাইলের দালাল, নাস্তিকের দালাল বলে ফতোয়া দিয়ে সহিংস কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে সেটাকে ধর্মপ্রাণ তওহীদী জনতার নামে চালিয়ে দিয়েছে। তারা মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে হাইজ্যাক করে নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিল করছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে ২৪ হাজারের বেশি সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১২-২০২১ পর্যন্ত ৯ বছরে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ৩ হাজার ৬৭৯টি হামলা হয়েছে। একইভাবে ২০১২ সালে ফেসবুকে গুজব রটিয়ে রামুর ১২টি

২১ অক্টোবর ২০১৪ বিকেলে শিল্পকলা একাডেমীর চিত্রশালা মিলনায়তনে "সকল ধর্মের মর্মকথা, সবার উর্ধ্বে মানবতা" শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন (বাম থেকে) হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক প্রচার সম্পাদক ও বাংলাদেশ সাংবাদিক জোটের সভাপতি মশিউর রহমান; বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার ভ্যানারেবল করুণা ভিক্ষু; নেপালের ভিক্ষু থে ওয়ান থি, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান এম. পি; হেযবুত তওহীদের নারী বিভাগ ও দৈনিক দেশেরপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নী; হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সাবেক সচিব ড. মংগল চন্দ্র চন্দ।

০৯ অক্টোবর ২০১৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনস্থ সেমিনার কক্ষে "সকল ধর্মের মর্মকথা - সবার উর্ধ্বে মানবতা" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন দৈনিক দেশেরপত্রের সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নী। আলোচনায় আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এম.পি।

বৌদ্ধ বিহারে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে দুষ্কৃতিকারীরা। এদেশে উগ্রবাদীরা ২০১৬ সালে রাতের বেলায় ঢাকার গুলশানের মত এলাকায় হোটেলে বিদেশি নাগরিকসহ ২০ জন মানুষকে জবাই করে হত্যা করেছে। এ সমস্ত বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডকে তারা ইসলাম ধর্মের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। বলা বাহুল্য যে, এ সকল কর্মকাণ্ড ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক। অনেকক্ষেত্রে ইসলামবিদ্বেষ প্রচারের উদ্দেশ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হয় এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা হয়।

এই চিত্র শুধু আমাদের দেশে নয়। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বৈশ্বিক পরিসংখ্যানের দিকে যদি তাকাই তাহলেও এক ভয়াবহ চিত্র চোখে পড়ে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (ঘঈজই) অনুযায়ী, ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ভারতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৮০০ থেকে ১,০০০ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স ২০২২ রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে নাইজেরিয়াতে প্রায় ১০,০০০ লোক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘের মতে, ২০০৩ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ইরাকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় আনুমানিক ২,৫০,০০০ লোক নিহত হয়েছে। এদিকে মিয়ানমারে ২০১৭ সালের পর থেকে রোহিঙ্গা মুসলমান ও রাখাইন বৌদ্ধদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় প্রায় ৫০,০০০ রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন এবং ১০ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় ১০ মিলিয়ন মানুষ সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এই হচ্ছে বৈশ্বিক অবস্থা।

আমরা বিশ্বাস করি, যারা উগ্রবাদ লালন করে, সমাজে ত্রাসের সৃষ্টি করে তারা কখনো প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না। এরা করুণাময় আল্লাহর প্রতিনিধি নয়। এরা যেমন মোহাম্মদ (সা.) এর অনুসারী নয়, তেমনি যিশু, কৃষ্ণ বা বুদ্ধের অনুসারীও নয়। তথাপি এসব উগ্রপন্থীদের অপকর্ম ইসলামকে কালিমালিপ্ত করছে। আর যারা ইসলামবিরোধী তারা ইসলামকে 'সন্ত্রাসের ধর্ম' হিসাবে প্রচারণা চালিয়ে ইসলামভীতি সৃষ্টির সুযোগ পাচ্ছে।

তাই আমরা মনে করি, যদি সকল ধর্মের মধ্যে বর্ণিত সাম্প্রদায়িক সংহতির শিক্ষাকে মানুষের কাছে তুলে ধরা যায় তাহলে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের দেয়াল লুপ্ত হয়ে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে। কেননা ধর্মের অপব্যাখ্যাই এই বিভাজনের দেওয়াল সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের মূল বাণী এক। সেগুলো মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের কথা বলে। স্রষ্টা ধর্ম প্রেরণ করেছেন মানুষের শান্তির জন্য। তাই তিনি এমন কোনো বিধান দিতে পারেন না যা দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করবে। সকল ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসগুলোও প্রায় এক। সব ধর্মেই পরকালের কথা বলা হয়েছে। ভালো কাজের বিনিময়ে স্বর্গ ও মন্দকাজের বিনিময়ে নরকবাসের কথা বলা হয়েছে। সব ধর্মই আমাদেরকে একই ধরনের ন্যায় ও অন্যায়ের ধারণা দেয়। সব ধর্মই মিথ্যা বলা, চুরি করা, ব্যভিচার করা, দুর্বলের উপর অত্যাচার করাকে নিষিদ্ধ করে। এটাই সকল ধর্মের চিরন্তন, সনাতন ও মূল শিক্ষা। তাহলে ধর্ম নিয়ে আমাদের মধ্যে বিভেদগুলো কোথায়? আনুষ্ঠানিকতা ও আচার-বিচার ধর্মের প্রাণ নয়, মূল বিষয় নয়, অথচ সেগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করেই আমরা আমাদের ধর্মগুলোর মূল শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছি, পরস্পরের বিরুদ্ধে মনের গভীরে হিংসা ও ঘৃণা লালন করছি। বাস্তবে আমাদের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। সকল বিভেদ মিটিয়ে এক জাতিভুক্ত হওয়াই ইসলামের শিক্ষা। আল্লাহ মোহাম্মদ (সা.) কে নির্দেশ দিচ্ছেন পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসারীদেরকে এক ও অভিন্ন স্রষ্টার আনুগত্য করার মাধ্যমে বিশ্বমানবের ঐক্য গড়ে তোলার জন্য। তিনি রসুলকে বলছেন, 'বল, 'হে আহলে কিতাব! এমন এক কথার দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, তা এই যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো আনুগত্য করব না এবং কোন কিছুকে তাঁর অংশীদার করব না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না।' (সুরা ইমরান ১০৮)।

আল্লাহ সকল সম্প্রদায়ের ঐক্য চাইলেও তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় একটি ধর্মব্যবসায়ী, উগ্রবাদী ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী। তারা মানুষের সামনে নিজেদেরকে ভগবানের জায়গায়, ঈশ্বরের জায়গায় বসাতে চায়। মুসলমানদের মধ্যে বিরাজিত এই ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীটি নিজেদের ওরাসাতুল আম্বিয়া বা নায়েবি নবী বলে দাবি করে। অন্যান্য ধর্মগুলোতেও এই পুরোহিত শ্রেণিটি পূজা ও উপাসনার জায়গায় স্থান নিয়েছে। তারাই ঈশ্বরে প্রতিভূ, তাদের মুখ দিয়েই ঈশ্বর কথা বলেন, তাদের সেবা করলেই ঈশ্বরের তুষ্টিলাভ হবে। তারা নিজেদের অপরিহার্যতা টিকিয়ে রাখতে ভক্তশ্রেণির সামনে নিজেদের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে। এই গোষ্ঠীটি পরিকল্পিতভাবে ভিন্নধর্মের লোকদের অবতার ও কিতাব নিয়ে মিথ্যাচার করে, অপবাদ দিয়ে, জনগণের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে উস্কে দিয়ে

১২ জুলাই ২০১৪ তারিখে সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে হেযবুত তওহীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সিলেট জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা প্রশাসক মো. শহিদুল ইসলাম, সিলেট প্রেসবিটারিয়ান চার্চ এর সহকারী পুরোহিত ডিকন নিঝুম সাংমা, বিশপ হাউস, সিলেট এর ধর্মযাজক ফাদার হেনরী রিবেরু, সিলেট বৌদ্ধবিহার অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সংঘানন্দ থের প্রমুখ।

উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এভাবে তারা নিজেদের ধ্বংসকারী ক্ষমতা জাহির করে। তারাই ওয়াজ মাহফিলে বসে দেবদেবীদের নিয়ে অশ্লীল কটূক্তি করে, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রহনন করে, তারাই ভিন্ন ধর্মের উপাসনালয় ও প্রতিমা ভাঙাকে জেহাদ বলে ফতোয়া দেয়। অথচ আল্লাহর স্পষ্ট হুকুম, 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, কেননা তারা তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহকে গালি দেবে (সুরা আন'আম ১০৮)।

একইভাবে হিন্দু খ্রিষ্টান বৌদ্ধদের মধ্যেও বহু উগ্র গোষ্ঠী আছে যারা ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও অপপ্রচার করে। তারা কোর'আনের অবমাননা করে। এই ধরণের হুমকি-পাল্টা হুমকি গালাগালি, নিজেদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করা, অন্য ধর্মকে অসম্মান করা এগুলো কোন ধর্মেরই শিক্ষা নয়। এগুলো ধর্মজীবীদের তৈরি করা বিদ্বেষমূলক প্রচারণা। তাদের এসব ফতোয়ায় প্রভাবিত হয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করে তাদেরই কিছু অন্ধ অনুসারী। তাদের কোন যুক্তিবোধ নেই, বিজ্ঞান চর্চা নেই, নিজ ধর্ম বা ভিন্ন ধর্মের মহামানবদের জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা নেই। এমনকি ধর্ম সম্পর্কেও কোন জ্ঞান নাই, তাদের ধর্মীয় জ্ঞান শোনা কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার মত অবস্থা তারে নাই। তাদের ধর্মগুরু কী বলেছে, হুজুর-মাওলানা কী বলেছে এটা শুনেই তারা হৈ-হৈ-রৈ-রৈ শুরু করে, 'ধর্ম গেল, ধর্ম গেল' জিগির তুলে নৃশংস উন্মাদনায় মেতে ওঠে। প্রতিপক্ষ ধর্মের অনুসারী ও ধর্মগুরুদের উপর আক্রমণ চালায়, চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে, তাদের উপাসনালয় ভাঙচুর করে। এই পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে

ধর্মবিশ্বাসী মানুষের নিজ ধর্ম ও ভিন্ন ধর্মের বিষয়ে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে। এই অনৈক্য, হানাহানি দূর করার পূর্বশর্ত হচ্ছে তাদের অজ্ঞতা দূর করা। গৌতম বুদ্ধ বলে গেছেন- অবিদ্যা সবচেয়ে বড় পাপ। আর সক্রেটিস বলেছেন, জ্ঞানই সবচেয়ে বড় পূণ্য।

আমরা বিশ্বাস করি, এই মাটি, বায়ু, পানি সবকিছুর উপর প্রতিটি আদম সন্তানের, মনুর প্রতিটি সন্তানের, আব্রাহামের প্রতিটি সন্তানের অধিকার রয়েছে। কেউ তাদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। একটা সময় ছিল যখন এদেশে হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করত। তাদের মধ্যে কোনো বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাদের এই সম্প্রীতি নষ্ট করা হয়েছে। ব্রিটিশরা ভারত দখল করার পর হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে যার নাম ডিভাইড এন্ড রুল। হিন্দু-মুসলিম এক হয়ে যেন ব্রিটিশ শাসকদের জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে না পারে সেজন্য তারা এই ষড়যন্ত্র করে। তারা ভারতবর্ষের চিরায়ত সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করেছে। অশ্লীলতা, মাদক, অপ-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক দলাদলি সৃষ্টি করেছে।

এখন বর্তমান অবস্থা হচ্ছে, পূজার সময় আসলে সরকার পূজা মণ্ডপে শত শত পুলিশ মোতায়েন করে। ঐ একই অবস্থা ভারতে। সেখানে ঈদের জামাতে শত শত পুলিশ পাহারা দেয়। কিন্তু এভাবে অনিরাপদ পরিবেশে বসবাস করে কি আনন্দ উৎসব করা যায়? পাহারা দিয়ে তো এই অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না। সরকারের কাছে শক্তি আছে, তাই তারা শক্তি প্রয়োগ করে উগ্রবাদের মোকাবেলা করতে চাচ্ছেন, নতুন নতুন আইন বানাচ্ছেন, দাঙ্গাবাজদের ধরে এনে ফাঁসি বা জেল দিচ্ছেন। আমাদের কথা হচ্ছে, শুধু শক্তি প্রয়োগ করে এই সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবেলা করা যাবে না। এর মোকাবেলা করতে লাগবে ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা। যে অপব্যাখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করছে তা মোকাবেলা করতে হলে তাদের সামনে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ তুলে ধরতে হবে। একটি শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। এজন্য আমাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে সম্ভাবনাগুলো আছে সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে। আমরা চাই সবাই উন্মুক্তভাবে কথা বলুক, একটি সিদ্ধান্তে আসুক। তাহলেই ধর্মের নামে যত অধর্মের প্রচার হয়েছে সেগুলো দূরীভূত করা সম্ভব হবে, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বিপরীতে যে সব শয়তানি শক্তি আছে তারা কোণঠাসা হবে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিরেন, 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'। তাঁর এই চেতনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে এই বিভাজন দূর করার উপায় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সে লক্ষ্যেই আমরা এই অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন করছি। আমরা হিন্দু-বৌদ্ধ, আদিবাসী এবং অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দিকে সৌহার্দ্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, সম্প্রীতির পথও তুলে ধরছি। ইসলাম আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। রসুলাল্লাহ মদিনার ইহুদি, মুসলিম, পৌত্তলিক সবাইকে নিয়ে একটি জাতীয় নিরাপত্তা চুক্তি প্রণয়ন করেছিলেন যা ঐতিহাসিক মদিনা সনদ নামে খ্যাত। বিশ্বের ইতিহাসে এটিই প্রথম লিখিত সন্ধিচুক্তি ও সংবিধান।

এক অনুষ্ঠানে মাননীয় এমামের বক্তব্য শুনে একজন সনাতনধর্মী আবেগ-আপ্লুত হয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

আমরা বাংলাদেশের সকল ধর্মের মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ না হতে পারি তাহলে তার সুযোগ নেবে অস্ত্রব্যবসায়ী পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো। তাদের কোনো ধর্ম নাই, মানবতা নাই, ন্যায়-অন্যায় নাই। তারা যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে অস্ত্র ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে চায়। তারা গড, এলি, ভগবান কোনটাতেই বিশ্বাসী নয়। তাদের কাছে বাইবেল, বেদ, কোর'আন কোনকিছুরই সম্মান নাই। তারা চায় ক্ষমতা, তারা চায় ভোগবিলাস। এজন্য বাকি পৃথিবীর সম্পদ সাপটে নিয়ে তারা নিজেদের দেশে জমা করছে। এংগাস মেডিসনের হিসাব অনুযায়ী অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত জিডিপির ক্ষেত্রে ভারত ছিল এক বৃহত্তম অর্থনীতি, যার অর্ধেক মান মুঘল বাংলা থেকে এসেছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা যখন চলে যায়, তখন ভারতবর্ষের তিন কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা গেছে। তাদের সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফলে বর্তমানে মাত্র ১০% ধনীর হাতে বিশ্বের ৮২% সম্পদ জমা আছে। বিপরীতে, বৈশ্বিক জনসংখ্যার নিচের ৫০% মানুষের কাছে বিশ্বের মোট সম্পদের ১% এরও কম রয়েছে। এই সম্পদ দিয়ে তারা মারণাস্ত্র তৈরি করছে। অস্ত্র বিক্রির বাজার সৃষ্টির জন্য তারা জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে, গোত্রে গোত্রে সংঘাত লাগাতে চায়। এটাই তাদের ব্যবসা। আমাদের দেশ যেন ইরাক, ইরান, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লিবিয়া, সুদান, বসনিয়া, চেচনিয়ার মত যুদ্ধভূমিতে পরিণত না হয় সেজন্য এখানে রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার, ধর্মীয় উগ্রবাদের বিস্তার রোধ করা অবশ্যম্ভাবী। আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছাড়া উগ্রবাদ মোকাবেলা অসম্ভব। এজন্য আমাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার কোন বিকল্প নেই।